

যে সিনেমা আসছে



যে সিনেমা আসছে



সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, উনবিংশ সংখ্যা, বুধবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ২৯, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ১৬

প্রত্নতত্ত্ব প্রশিক্ষণে নয়া দিশার লক্ষ্যে

নয়াদিল্লি: প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের পরিসর আরও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নিল সংস্কৃতি মন্ত্রক। প্রেটার নয়ডার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ক্যাম্পাসে প্রত্নতত্ত্ব ইনস্টিটিউটে নবনিযুক্ত ৫৩ জন সিনিয়র সংরক্ষণ সহকারী ও সংরক্ষণ সহকারীর জন্য এক মাসের নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন সংস্কৃতি মন্ত্রকের সচিব বিবেক আগরওয়াল। দেশের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বক্ষেণ দফতর বা এএসআই সার্কেল থেকে নিয়োগ পাওয়া এই আধিকারিকদের জন্য তৈরি নতুন পাঠ্যক্রমে প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণের মূল পদ্ধতির সঙ্গে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়গুলিকেও যুক্ত করা হয়েছে। সরকারি আর্থিক বিধি, প্রশাসনিক আইন, প্রতিষ্ঠাপন সংক্রান্ত পদ্ধতি, কবী ব্যবস্থাপনা এবং দফতরীয় তদন্তের মতো বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রকের সচিব বলেন, প্রত্নতত্ত্ব ইনস্টিটিউটকে ভবিষ্যতে একটি আন্তর্জাতিক উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের সংরক্ষিত স্মৃতিসৌধগুলিকে অর্থনৈতিক বিকাশের অনুঘটক হিসেবে ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেন তিনি। ঐতিহ্য সংরক্ষণের সঙ্গে *দ্বিতীয় পাতায়*

শিবাজী লাহিড়ী

হানলে, লাদাখ: অমাবস্যার মোটামুটি চারদিন আগে ও পরে, রাতের আকাশ যে কোনও মানুষকে রোমাঞ্চিত করবে। আকাশের দৃশ্যমানতা বটল স্কেলে মোটামুটি ৪.৫-এর আশেপাশে থাকলেই, আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রে অবস্থিত তারকামণ্ডলীকে খালি চোখেই দেখা যায়। এমনকি মোবাইল ক্যামেরার সাহায্যে সেই তারকামণ্ডলীকে ক্যামেরাবন্দী করতেও বিশেষ বেগ পেতে হয় না। রাতের আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশজুড়ে বিস্তৃত ছায়াপথসহ ছাড়াও অন্যান্য তারকামণ্ডলীকে পর্যবেক্ষণ করতে সাধারণত জুন-জুলাইয়ের সময়কেই আদর্শ হিসেবে গণ্য করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানগ্রাহকদের একাংশ। লাদাখের হানলেতে, ডিপস্কাই পফটনকে উৎসাহিত করতে ইতিমধ্যেই তিনবার ডার্ক স্কাই রিজার্ভ পার্টির আয়োজন হয়েছিল। এবছর, অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ হানলে ডার্ক স্কাই রিজার্ভ স্টার পার্টি। ৭ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশেষজ্ঞ জ্যোতির্বিজ্ঞানগ্রাহক এবং শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অংশ নেন। অন্ধকার ও নির্মল রাতের আকাশকে সংরক্ষণ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে মহাকাশবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর গুরুত্বই উঠে এসেছে এই আয়োজনে। চণ্ডীগড়, গোয়া, গুজরাত, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, নয়াদিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে বাহাই করা প্রায় ৪০ জন শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী উন্নত মানের নিজস্ব



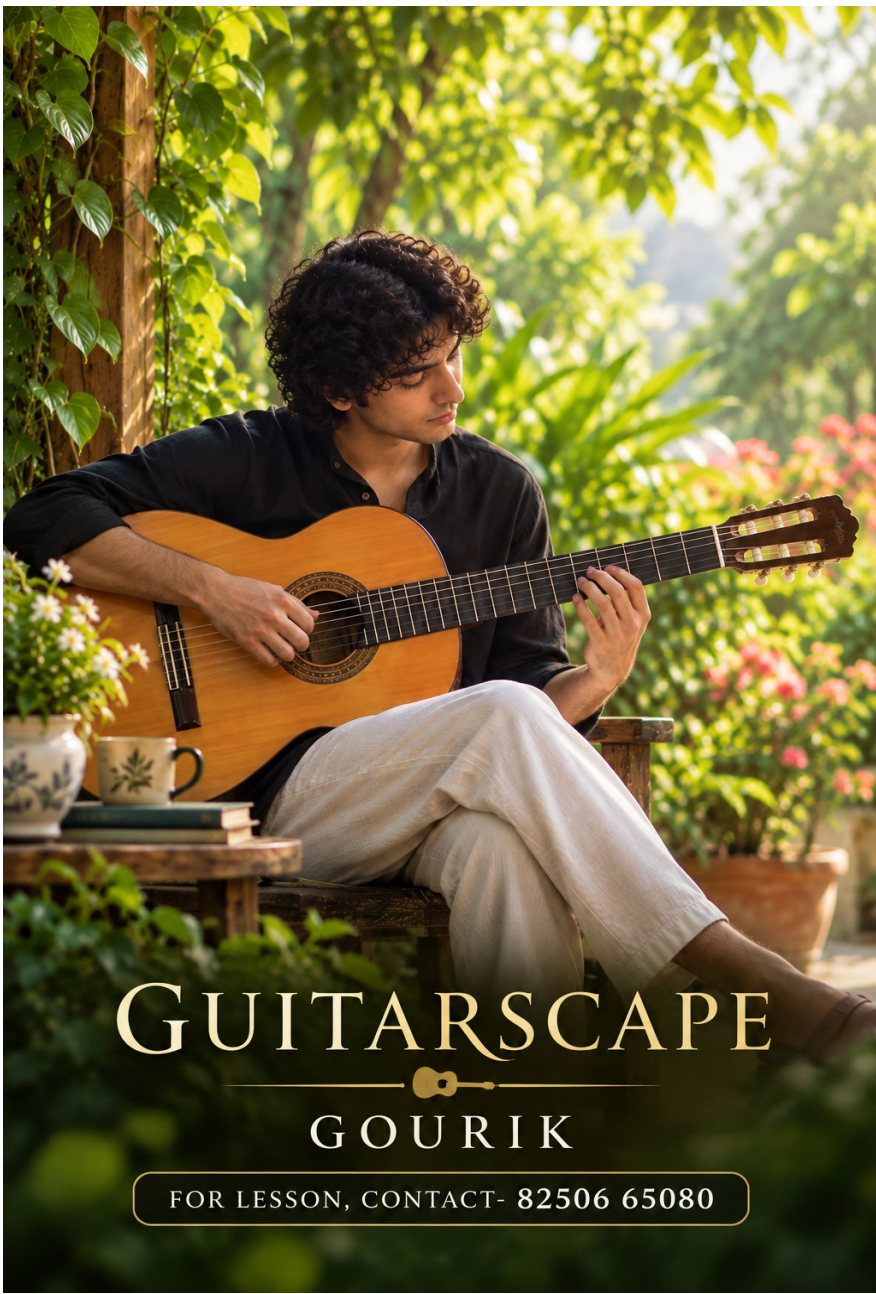
সরঞ্জাম নিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। চার রাত ধরে হানলের দৃশ্যমুক্ত অন্ধকার আকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান তাঁরা। ভারতীয় জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, লাদাখের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ দফতর, ভাভা পরমাণু

আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ১২০০-র বেশি মানুষের সমাগম হয়। নির্দিষ্ট জায়গায় বসানো শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দর্শকদের রাতের আকাশের বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জ্যোতির্বিজ্ঞানপ্রেমীরা দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেন। স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংস্থার আধিকারিকদেরও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে হানলে অঞ্চলে আলোকদূষণ কমানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা হয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্য নির্মল ও অন্ধকার আকাশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেই বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। হানলে ডার্ক স্কাই রিজার্ভের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গত তিন বছর ধরে ২৫ জন স্থানীয় গ্রামবাসীকে পর্যটকদের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক ভ্রমণ পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। লাদাখ সরকার তাঁদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রও সরবরাহ করেছে। স্টার পার্টিতে অংশ নেওয়া বিশেষজ্ঞরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই জ্যোতির্বিজ্ঞান দূতদের জন্য প্রশিক্ষণ দেন এবং রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানগ্রহণের বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক শেখান। হানলে ডার্ক স্কাই রিজার্ভ তার অত্যন্ত অন্ধকার ও নির্মল রাতের আকাশের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। লাদাখ সরকার ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে এলাকাটিকে ডার্ক স্কাই রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করে। এটি শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নয়, বরং জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক *দ্বিতীয় পাতায়*

প্রতিরক্ষা শিল্পে নয়া নীতি

নয়াদিল্লি: প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় প্রযুক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়তে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং ডিপ-টেক স্টার্টআপগুলিকে প্রতিরক্ষা সরবরাহ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা বা ডিআরডিও। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ‘বিশ্ব শিল্প-ডিআরডিও সমন্বয় বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নতুন একাধিক নীতি উদ্যোগের ঘোষণা করেন। নতুন ব্যবস্থায় এমএসএমই ও স্টার্টআপের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক প্রবেশের বাধা কমানোর পাশাপাশি সরাসরি অর্থসাহায্য, প্রশিক্ষণ ও ডিআরডিও-র পরীক্ষাকেন্দ্র ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। একই অনুষ্ঠানে ডিআরডিও-র তৈরি সফটওয়্যারের উৎস-কোড লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে নিরাপদ ও নির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে ভাগ করে নেওয়ার ব্যবস্থাও চালু করা হয়। এর ফলে সফটওয়্যারনির্ভর প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির বিকাশ এবং পুরনো প্রযুক্তি দ্রুত বদলে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়া আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাণিজ্যিক উৎপাদনের সুযোগ তৈরি করতে ১৩টি উৎপাদনকারী সংস্থার হাতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ৯টি লাইসেন্স চুক্তিও তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারার্স এবং লঘু উদ্যোগ ভারতীর সঙ্গে দৃষ্টি সমঝোতাপত্র বিনিময় করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্প সংস্থাকে প্রতিরক্ষা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। দেশীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির উৎপাদন সক্ষমতার মান নির্ধারণ ও মূল্যায়নের জন্য ডিআরডিও কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়াস সঙ্গে সিস্টেম ফর অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড রেটিং বা সামার ২.০-এর চুক্তিও করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, ডিআরডিও এবং শিল্প সংস্থার সহযোগিতা শুধু উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। গবেষণা, নকশা, পরীক্ষানিরীক্ষা, মান্যতা প্রদান এবং উৎপাদন—প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির পুরো মূল্যশৃঙ্খলেই শিল্পের অংশগ্রহণ বাড়তে হবে। তাঁর মতে, ডিআরডিও-র হাতে রয়েছে জ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্পের রয়েছে উৎপাদনের পরিসর ও সক্ষমতা, স্টার্টআপ নিয়ে আসে উদ্ভাবন ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং দেশের যুবসমাজের রয়েছে নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন। এই চার শক্তির সমন্বয়েই ভারতকে বিশ্বের অন্যতম প্রতিরক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্য শুধু

অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশ তৈরি করা নয় বলেও জানান রাজনাথ সিং। প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং কৌশলগত নিরাপত্তাকেও এই লক্ষ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখার কথা বলেন তিনি। ২০৪৭ সালের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরতা, দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা রফতানিতে বহুগুণ বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থায় ভারতের শক্তিশালী উপস্থিতি গড়ে তোলার লক্ষ্য সামনে রাখা হয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে নেওয়া একাধিক সংস্কারের কথাও তুলে ধরেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। দেশীয়করণের ইতিবাচক তালিকা, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’, আইডিইএক্স, অদिति এবং প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন বাজেটের ২৫ শতাংশ বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দের মতো পদক্ষেপের ফলে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে স্টার্টআপগুলিকে অর্থসাহায্য দেওয়া হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে একাধিক প্রযুক্তি উৎপাদনের পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাজনাথ সিংয়ের বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এমএসএমই ও স্টার্টআপ। তাঁর মতে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, উপ-ব্যবস্থা এবং উন্নত প্রযুক্তি তৈরিতে এই সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই বড় শিল্পের পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি সংস্থা এবং স্টার্টআপগুলিকেও প্রতিরক্ষা সরবরাহ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলতে হবে। ড্রোন প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, হাইপারসনিক প্রযুক্তি এবং নির্দেশিত শক্তির মতো ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ ও গবেষণার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বক্তব্য, ভারত যখন ধীরে ধীরে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানিকারক দেশ থেকে রফতানিকারক দেশে পরিণত হচ্ছে, তখন এমএসএমই ও স্টার্টআপগুলিই উদ্ভাবনের নতুন চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। গুণমান, সময়মতো সরবরাহ, উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার পাশাপাশি বড় শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রতিরক্ষা সচিব এবং প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন দফতরের সচিব তথা ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং জানান, ‘বার্তা থেকে বিকাশ’ ভাবনাকে সামনে রেখে ‘বিশ্ব ২০২৬’ আয়োজন করা হয়েছে। *দ্বিতীয় পাতায়*



GUITARSCAPE
GOURIK

FOR LESSON, CONTACT- 82506 65080

